'I do, hereby, declare and undertake and that the writing is an original one and is not in violation/infringement of intellectual property rights of any person, institution, association and the like and if afterwards it is found to be in violation/infringement of any intellectual property rights I alone shall be wholly and exclusively liable and no part of the liability of infringement of intellectual by the college Authority. I also declare and undertake that the writing is not published elsewhere previously.'

Name- Parimal Dolai
Class- B.A 4rth Semester
Roll No- 96
Academic session- 2019-2020
Department- Bengali

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি আসবে বলে প্রকৃতির বুকে জলতে প্রাণের হিল্লোল নব প্রভাতের অরুণ আলোয় আহ্বানের তুলিতে পাখির কূজন আর বহমান সমীরণে ধ্বনিত হয় আগমন বার্তা সৃজনের রং সৃষ্টির উন্মাদনায় সময়কে সাক্ষী রেখে আপনের ছন্দে পরমানন্দে প্রসপ্রশ্নের আলাপন। মুখরিত হল সমগ্র পরিবেশ, অবশেষে এলো সেই মহেন্দ্রক্ষণ। তুমি এলে পিতা মাতার কোল আলো করে উন্মিলীত নয়নে বড়ো হওয়ার স্বপ্ন সুমিষ্ট হাঁসি আর অস্ফুট অর্ধভাষায় প্রতিশ্রুতির অঙ্গীকার। পরে বিরাট মহীরুহ রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। কবির ভাষায় —

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুরই অন্তরে।"

কিশোর গোলাম মুস্তফা,

আজকের ছোটো শিশু আগামী দিনের সুনাগরিক, সমাজ সভ্যতার ধারক ও বাহক। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে যিনি প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দিক থেকে দিগন্তে তিনি হলেন বিশ্বমানের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি নিজের রচিত বৃত্তের মধ্যেই আবদ্ধ নন বরং বারবার ছোটোবৃত্তের সীমা লঙ্ঘন করে নিজেকে দেশ ও মহাদেশের হিল্লোল থেকে নিয়ে গিয়েছেন বিশ্বের প্রসারিত হিল্লোলে। তাই তিনি বিশ্ব-নাগরিক, বিশ্বমনের কবি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর বাড়িতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ) পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। ঠাকুর বাড়ির পরিবেশই ছিল তাঁর শৈশবের শিক্ষার কেন্দ্রভূমি।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবের শিক্ষাই তাঁকে এনে দিয়েছিল তাঁর সাহিত্য জগৎ ও সাহিত্য প্রতিভা। হয়তো তা না হলে রবীন্দ্রকিরণ সাহিত্যে এতো বিচ্ছুরিত হত না। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি বিলেতে যাত্রা করেন এবং সেখানকার পাবলিক স্কুলে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন তারপর একের পর এক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হন। আমরা জানি সাধনা না করলে সাফল্য লাভ হয়না। ঠিক তেমনি প্রকৃত শিক্ষা না গ্রহণ করলে এতো এ দুর্গম পথ অতিক্রম করা সহজ হতো না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পরিচয় সম্বন্ধে বলেছিলেন -

‘এ জগতে মোর বাস তবু আমি জন্ম রোমান্টিক’ সৃষ্টির প্রাণ প্রাচুর্যে কবি দিয়েছিলেন অসংখ্য ফুলের সুসজ্জিত মালা। তাঁর কবিতা পড়লে যেন মনে হয় আমরা সৃষ্টির অনন্ত লোকে বিচরণ করছি, তাঁর গান শুনে আমাদের হৃদয় জুড়িয়ে যায়। আজও তিনি জীবিত তাঁর সৃষ্টি সম্ভারে। তিনি শুধু কবিতা, বা গানই লেখেননি তাঁর সাথে ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা সাহিত্য তাঁর হাতে নবরূপ পেয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর অনায়াস বিচরণ ছিল না। তাই আমরা বলতে পারি —

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ।"

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য ভাবনা শুধু যে শিক্ষার অঙ্গ তা বললে ভুল হবে। জীবনদর্শন ও সমাজ জীবনের এক অন্যতম সম্বলও, যার আগমনকে বাংলা সাহিত্যে এক গৌরবান্বিত বিষয় বলে ধরা হয়ে থাকে। যার খ্যাতি গোটা বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে।

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে।"

-কুমুদকুমারী দাসগুপ্ত.

কর্মই ধর্ম, কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। তিনি আজীবন মানুষকে ভালোবেসে গেছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে হেঁটে চলে একালের পথপ্রদর্শকেরা। কর্ম ও মানুষ এই দুটিই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এই কারণে তিনি আমাদের মনে, চিন্তনে, কর্মে ও কথায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি আমাদের এই বিশ্বভুবন থেকে বিদায় নেয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ২২ শ্রাবণ)। কবিগুরুকে স্মরণ করে তাই আমরা বলতে পারি —

"যাহার অমরস্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নাই মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মৃত্তিকা থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

(রবীন্দ্রনাথ)

Name- Parimal Dolai
Class- B.A 4rth Semester
Roll No- 96
Academic session- 2019-2020
Department - Bengali